আগাথা ক্রিস্টি

দ্য মার্ডার অব রজার অ্যাকরয়েড

অনুবাদ : সায়ক দত্ত চৌধুরী

মন্ডাজ

অনুবাদকের কথা

নিজের পছন্দের কাহিনিকে মাতৃভাষায় রুপান্তরিত করার মধ্যে একটা আলাদা আবেগ কাজ করে। পোয়ারোর উপন্যাসগুলো যখন অনুবাদ করা শুরু করি, তখন থেকেই দ্য মার্ডার অব রজার অ্যাকরয়েডের দিকে নজর ছিল। হবে নাই বা কেন, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট রহস্য উপন্যাসের যে কোনো তালিকায় বরাবরই এটির স্থান একেবারে প্রথম সারিতে। আগাথা ক্রিস্টির অমর উপাখ্যানগুলির মধ্যে এটি স্বমহিমায় স্থান করে নিয়েছে। কাজেই এই অনুবাদের সময় কিছুটা হলেও বাড়তি দায়িত্ব বর্তেছিল। চেষ্টা করেছি, পেরেছি কিনা সহৃদয় পাঠকপাঠিকারা জানাবেন।

পোয়ারোকে নিয়ে এটি আগাথা ক্রিস্টির তৃতীয় উপন্যাস। শোনা যায় ক্রিস্টির ভগ্নিপতি জেমস ওয়াটের সঙ্গে আলোচনার ফলে, মতান্তরে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের একটি চিঠি থেকে, এই কাহিনির বীজ তাঁর মাথায় উপ্ত হয়। কিন্তু তা থেকে এমন সৃষ্টি গোয়েন্দা কাহিনির রানির পক্ষেই সম্ভব। তবে ভাষান্তরিত করার সময় একটি ক্ষেত্রে পোয়ারোর সরাসরি দেওয়া প্রণোদনার কথা অনুল্লেখিত রাখলাম ইচ্ছাকৃতভাবেই। ক্রিস্টিয়ানদের থেকে সেজন্য আগাম মার্জনা ভিক্ষা করছি।

বরাবরের মতো আমার পরিবার অনুবাদের সময় সাহায্য করেছে, উৎসাহ জুগিয়েছে। উল্লেখ করতে হয় সন্তু বাগ এবং দীপ ঘোষের নাম, যাঁদের প্রেরণা না থাকলে এই ভাষান্তর সম্ভব হত না। ধন্যবাদ জানাই মন্তাজ ও কল্পবিশ্বের সকল সদস্যদের, আর তার সঙ্গে সেই সব পাঠকপাঠিকাকে যাঁদের ভালোবাসা আমার মতো সাধারণকেও লিখতে বাধ্য করে।

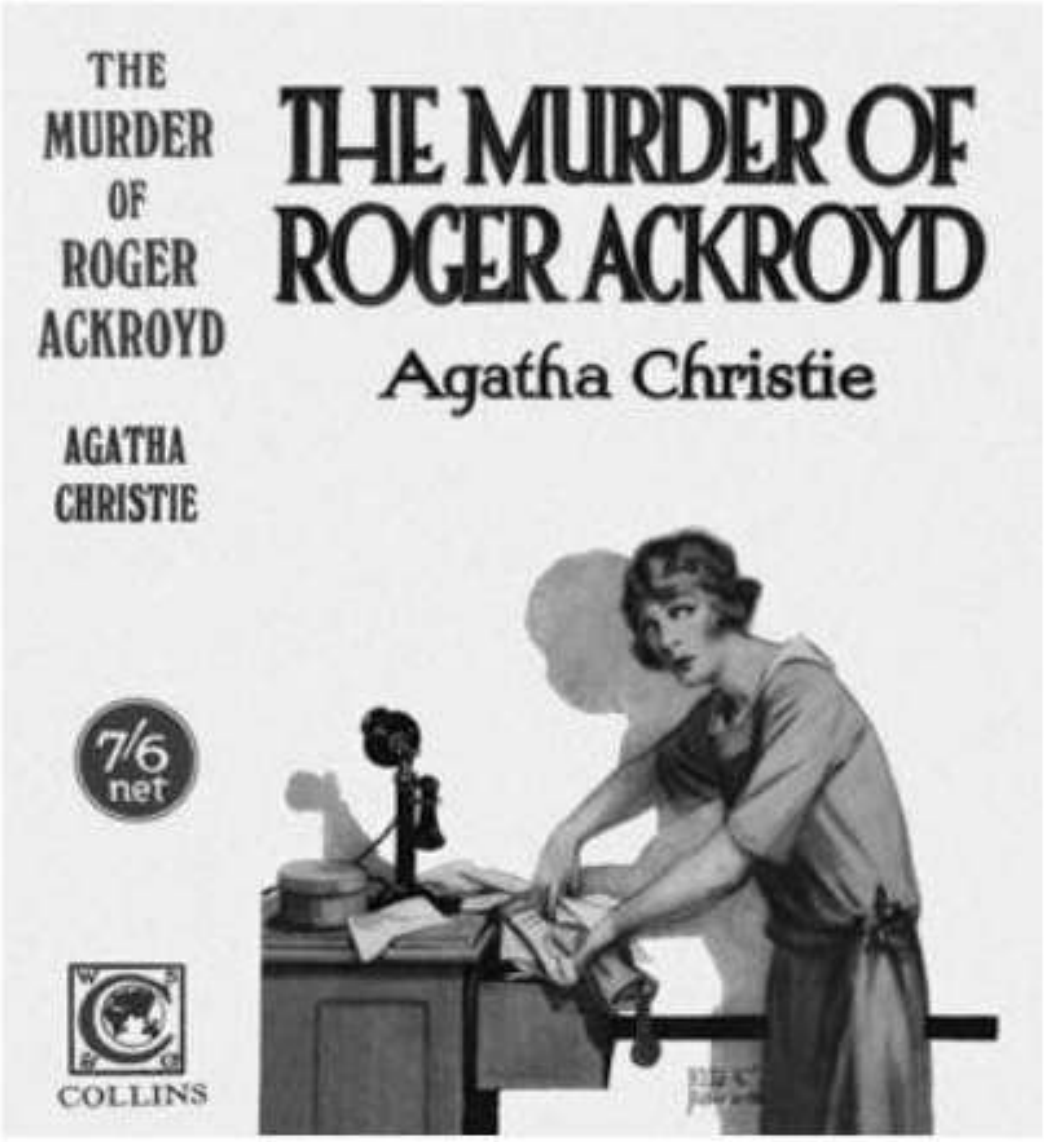

প্রথম ইউকে সংস্করণের প্রচ্ছদ, জুন ১৯২৬

লেখকের অনূদিত অন্য বই

দ্য মিস্টিরিয়াস অ্যাফেয়ার অ্যাট স্টাইলস

দ্য মার্ডার অন দ্য লিঙ্কস

প্রাতরাশের টেবিলে ডক্টর শেপার্ড

মিসেস ফেরার্স ১৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলা মারা গেলেন। পরদিন ১৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল আটটা নাগাদ আমার ডাক পড়ল। কিছুই করার ছিল না। বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

ন-টা বাজার কয়েক মিনিট পরে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। ল্যাচ কি দিয়ে দরজা খুলে হলঘরটায় ঢুকে আমি ইচ্ছে করেই খানিকটা দেরি করছিলাম। হেমন্তের ভোরের ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য যে হালকা ওভারকোট আর টুপিটা পরে গিয়েছিলাম সেগুলো অনেকক্ষণ ধরে সময় নিয়ে জায়গামতো ঝুলিয়ে রাখছিলাম। আসলে আমি মানসিকভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। হয়তো অল্প ভয়ও পেয়েছিলাম। এর পরের সপ্তাহগুলোতে কী ঘটতে চলেছে সেটা আমি আগে থেকেই টের পেয়েছিলাম, এমন দাবি আমি কখনোই করছি না। সত্যি বলতে কি, তখন আমি অতটা গভীরভাবে কিছুই ভাবিনি। কিন্তু আমার ভিতরে একটা অস্বস্তি কাজ করছিল।

বাঁদিকের খাবার ঘর থেকে চায়ের বাসনপত্রের টুং টাং আওয়াজ আর আমার দিদি ক্যারোলাইনের হালকা কাশির শব্দ ভেসে আসছিল।

'জেমস এলি নাকি?' সে ডাক দিল।

অবান্তর প্রশ্ন। আমি ছাড়া এ সময় আর কে আসবে? সত্যি কথা বলতে কি আমি ওর জন্যেই ইচ্ছে করে কয়েক মিনিট দেরি করছিলাম। তাঁর বিখ্যাত জাঙ্গল বুকে মিস্টার কিপলিং লিখেছেন, নেউলদের মূলমন্ত্র হল, 'যাও আর জানো।' ক্যারোলাইন যদি মজা করে নিজের প্রতীক হিসেবে কোনো পশুকে ব্যবহার করতে চায় তবে আমি পুরোপুরি ওই নেউলদের পক্ষে ভোট দেব। ওই মূলমন্ত্রের প্রথম অংশটা যদি বাদ দেওয়া যায়, তবে দ্বিতীয় অংশটা হচ্ছে ক্যারোলাইনের পক্ষে আদর্শ। ও কেবলমাত্র বাড়িতে বসে বসেই সবকিছু জেনে ফেলে। আমি ঠিক বুঝতে পারি না ওর পক্ষে এটা কীভাবে সম্ভব হয়, কিন্তু ও খবরগুলো ঠিক

জোগাড় করে। আমার ধারণা এখানকার সব ভৃত্য স্থানীয় ব্যক্তি এবং ব্যাবসাদাররা ওর গুপ্তচর বিভাগে কাজ করে। ও যখন বাইরে বেরোয়, তখন খবর জোগাড় করতে বেরোয় না, বেরোয় যাতে খবরগুলো ছড়াতে পারে। আর সে বিষয়েও ও অসম্ভব প্রতিভাশালী।

ওর পারদর্শীতার এই দ্বিতীয় ভাগটাই আমাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। মিসেস ফেরার্সের পরলোকগমন সম্পর্কে যে কথাই আমি বলি না কেন, তা আগামী দেড় ঘণ্টার মধ্যে এই গ্রামের প্রত্যেকের কানে পৌঁছে যাবে। একজন পেশাদার হিসেবে আমাকে কিছুটা সতর্ক থাকতে হয়। আর তাই আমি অনেক সময় অনেক কথাই ওর কাছ থেকে গোপন করে যাই। যদিও খবরগুলো ও ঠিকই জোগাড় করে, তবুও আমি মনে মনে সান্ত্বনা পাই এই ভেবে যে সেগুলো অন্তত ও আমার কাছ থেকে পায়নি।

মিস্টার ফেরার্স বছরখানেক হল মারা গেছেন, আর ক্যারোলাইন সমানে দোষারোপ করে চলেছে যে ওঁর স্ত্রী তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরেছেন। অবশ্যি এই দোষারোপের কোনো ভিত্তিই নেই।

অতিরিক্ত মদ্যপান করার দরুণ তীব্র গ্যাসট্রাইটিস বা পৌষ্টিকতন্ত্রের প্রদাহের জন্য তিনি মারা গেছেন, আমার এই যুক্তিটাকে ও একেবারে উড়িয়ে দেয়। আমি জানি যে এই ধরনের শারীরিক সমস্যা আর আর্সেনিক বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলো অনেকটা একই রকম, কিন্তু ক্যারোলাইনের যুক্তিটা আরো বিচিত্র। 'ওঁকে দেখলেই বোঝা যায়।'

মিসেস ফেরার্স ছিলেন মধ্যবয়সি কিন্তু খুব আকর্ষণীয়া। তাঁর পোশাকগুলো দেখতে আপাত সাধারণ হলেও সেগুলো যেন তাঁর জন্যেই বানানো। এখন অনেক ভদ্রমহিলার পোশাকই প্যারিস থেকে তৈরি হয়ে আসে, কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে তাঁরা তাঁদের স্বামীদের বিষ খাইয়ে মারবেন।

আমি এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে হলঘরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিলাম, এমন সময় ক্যারোলাইনের কণ্ঠস্বর আরো চড়া সুরে ভেসে এল, 'তখন থেকে কী রাজকার্যটা করছিস জেমস? এখানে এসে সকালের জলখাবারটা শুরু করছিস না কেন?'

'আসছি রে বাবা আসছি,' আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, 'এই ওভারকোটটা ঝুলিয়ে রাখছিলাম।'

'তুই যা সময় নিচ্ছিস তাতে আধ ডজন কোট ঝুলিয়ে রাখা যায়।' ও বলল।

কথাটা মিথ্যে বলেনি। আমি খাওয়ার ঘরে ঢুকে ওর গালে একটা আলতো চুমু

খেয়ে ডিম আর বেকন দেওয়া প্লেটের সামনে বসলাম। বেকনটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল।

'সক্কাল সক্কাল ডাক পড়েছিল?' ক্যারোলাইন মন্তব্য করল।

'হ্যাঁ।' আমি বললাম, 'কিংস প্যাডক। মিসেস ফেরার্স।'

'জানি।' আমার দিদি বলল।

'কী করে জানলি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'অ্যানি বলেছে।'

অ্যানি আমাদের ঘরকন্নায় সাহায্য করে। ভালো মেয়ে, তবে বড্ড বেশি বকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আমি ডিম আর বেকনে মন দিলাম। কিন্তু আমার দিদির লম্বা আর তীক্ষ্ণ নাকটা কুঁচকে গেল আর চোখদুটো পিটপিট করতে লাগল। এটা হয় যখন ও কোনো বিষয়ে ভীষণ উত্তেজিত বা অনুসন্ধিৎসু হয়ে পড়ে।

'তারপর?' তার গলায় দাবির সুর।

'খুব খারাপ ব্যাপার। কিছুই করা গেল না। যতদূর সম্ভব ঘুমের মধ্যেই মারা গেছেন।'

'আমি জানি।' আমার দিদি আবার বলল।

এইবার আমি একটু বিরক্ত হলাম। বললাম,

'কী করে জানলি? আমি ওখানে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিজেই জানতাম না। ব্যাপারটা এখানে কাউকেই বলিনি। এটাও যদি ওই অ্যানি জেনে ফেলে তাহলে ও নিশ্চিত অলোকদৃষ্টিসম্পন্না।'

'অ্যানি বলেনি। দুধওয়ালা বলেছে। ও ফেরার্সদের রাঁধুনির থেকে জেনেছে।'

বলেছিলাম না, খবর জোগাড় করতে ক্যারোলাইনের বাইরে যাওয়ার দরকার হয় না, খবর নিজে নিজেই ওর কাছে পৌঁছে যায়।

'কী করে মারা গেলেন? হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে?' সে জানতে চাইল।

'কেন? সে খবরটা দুধওলা দেয়নি?' আমি বিদ্রুপের সুরে জিজ্ঞেস করলাম।

কিন্তু সেটা ক্যারোলাইন গায়ে মাখল না।

'না, ও সেটা জানতে পারেনি।' সে সরলভাবেই জবাব দিল।

আজ না হয় কাল ও খবরটা পাবেই। হয়তো আমার কাছ থেকেই জানবে।

'অনেক বেশি মাত্রায় ভেরোনাল খেয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে ঘুমোনোর ওষুধ হিসেবে উনি ওটা খাচ্ছিলেন। হয়তো ভুল করে অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছিলেন।'

'বাজে কথা।' ক্যারোলাইন সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'উনি ইচ্ছে করে খেয়েছেন।

আমাকে বোঝাতে আসিস না।'

মুশকিল হচ্ছে, যখন আপনার মনে একটা বিশ্রী সন্দেহ দানা বাঁধে যেটা আপনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না, আর অন্য কেউ সেটাই আপনার সামনে উল্লেখ করল, সঙ্গে সঙ্গেই আপনার খুব রাগ হবে। আমিও তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে উঠলাম,

'আবার শুরু করলি। কোনো যুক্তি তর্কের ধার না ধেরে যতসব উলটোপালটা মন্তব্য! মিসেস ফেরার্স শুধু শুধু আত্মহত্যা করতে যাবেন কেন? একজন বিধবা, যথেষ্ট কমবয়সি, স্বাস্থ্যবতী, ধনী, জীবনকে উপভোগ করা ছাড়া যার আর বিশেষ কিছুই করার নেই, তিনি করবেন আত্মহত্যা! হাস্যকর।'

'একদমই না। তুই নিশ্চয়ই খেয়াল করেছিস বেশ কয়েকদিন ধরে ওঁর মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। গত মাসছয়েক ধরে ওঁকে খুব বিপর্যস্ত মনে হচ্ছিল। আর তুইও বললি উনি ঘুমোতে পারছিলেন না।'

'তাহলে রোগটা তোর মতে কী?' আমি বললাম, 'ভেঙে যাওয়া প্রেম?'

আমার দিদি প্রবলভাবে মাথা নাড়ল। বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'অপরাধবোধ।'

'অপরাধবোধ?'

'হ্যাঁ। আমি যখন বলেছিলাম উনি ওঁর স্বামীকে বিষ খাইয়ে মেরেছেন, তুই তো বিশ্বাসই করতে চাসনি। আমি এখন আরো বেশি নিশ্চিত হলাম।'

'এটা খুব একটা যুক্তিপূর্ণ কথা হল না।' আমি আপত্তি জানালাম। 'কেউ যদি ঠান্ডা মাথায় খুন করতে পারে, তাহলে সে অপরাধবোধের মতো একটা আবেগে ভুগবে বলে মনে হয় না।'

ক্যারোলাইন আবার মাথা নাড়ল। বলল,

'সাধারণত তেমন ঘটলেও মিসেস ফেরার্সের কথা আলাদা। উনি স্নায়ুরোগের আড়ত ছিলেন। নানারকম কষ্ট সহ্য করতে করতে একসময় নিজেকে সামলাতে না পেরে উনি ওই কাণ্ডটা ঘটিয়েছিলেন, আর অ্যাশলি ফেরার্সের স্ত্রী হিসাবে ওঁর কষ্টের কারণের যে অভাব হবে না তা বলাই বাহুল্য।'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

'আর তারপর থেকেই উনি প্রবল অপরাধবোধে ভুগেছেন। আমার ওঁর জন্যে খারাপই লাগছে।' ক্যারোলাইন বলল।

আমার মনে হয় না, উনি যখন বেঁচে ছিলেন, ক্যারোলাইন কখনো ওঁর জন্য দুঃখিত হয়েছিল। এখন যখন উনি এমন এক জায়গায় পৌঁছেছেন যেখানে ওঁর

পক্ষে আর প্যারিসে বানানো পোশাক পরা সম্ভব নয়, (এটা আমরা নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি।) তখন ও তাঁর জন্যে সহমর্মিতা এবং শোক প্রকাশ করতে আর পিছপা হচ্ছে না।

আমি ওকে বেশ কড়া করেই শুনিয়ে দিলাম যে ও যা ভাবছে তার পুরোটাই অবাস্তব। আমার এত কঠিন অবস্থান নেওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, ও যা ভাবছে তার কিছুটার সঙ্গে ভিতরে ভিতরে আমিও একমত ছিলাম। কিন্তু কেবলমাত্র আন্দাজের ওপর নির্ভর করে ও এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে, এটা কখনই হতে দেওয়া যায় না। এরপরই ও গোটা গ্রামে ওর মতবাদটা রাষ্ট্র করে বেড়াবে, আর সকলে ভাববে যে ওর ধারণাটা আমার দেওয়া বিশ্বাসযোগ্য ডাক্তারি তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। জীবন বড়ো পরীক্ষা নেয়।

'বাজে কথা বলিস না,' ক্যারোলাইন বলল, 'বাজি ধরে বলতে পারি উনি একটা চিঠিতে সব কিছু স্বীকার করে যাবেন।'

'উনি এমন কোনো চিঠি লিখে যাননি।' মন্তব্যটা যে আমায় কোনো বিপদে ফেলতে পারে তা না ভেবেই আমিও তীক্ষ্ম স্বরে জবাব দিলাম।

'ওহ,' ক্যারোলাইন বলল, 'তাহলে তুইও চিঠিটা খুঁজেছিলি, বল? আমি জানতাম জেমস, তুইও আমার মতো মনে মনে এটাই বিশ্বাস করিস যে সম্ভবত উনি আত্মহত্যা করেছেন। বুড়ো বিচ্ছু কোথাকার।'

'হঠাৎ মৃত্যুর ক্ষেত্রে সবসময় আত্মহত্যার একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়।' আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম।

'এটা নিয়ে একটা তদন্ত হবে নাকি?' ও জিজ্ঞেস করল।

'হতে পারে। ব্যাপারটা নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করছে। আমি যদি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হই যে মৃত্যুটা হঠাৎ ভুল করে বাড়তি ঘুমের ওষুধ খাওয়ার ফলেই হয়েছে, তবে ওটা এড়ানোও যেতে পারে।' আমি বললাম।

'তুই কি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট?' আমার দিদি চতুর স্বরে জিজ্ঞেস করল।

আমি কোনো জবাব না দিয়ে টেবিল থেকে উঠে পড়লাম।

কিংস অ্যাবটের হাল হকিকত

আমি ক্যারোলাইনকে এরপর কী বললাম আর ওই বা আমাকে কী বলল, এসব কথা জানানোর আগে, সোজা কথায় এই কাহিনি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে, আমাদের স্থানীয় এলাকা সম্বন্ধে কিছুটা খবর দেওয়া উচিত। আমার মতে আমাদের গ্রাম, কিংস অ্যাবট অন্যান্য আর পাঁচটা সাধারণ গ্রামের মতোই। আমাদের সবচেয়ে কাছের বড়ো শহর ক্র্যানচেস্টার নয় মাইল দূরে অবস্থিত।

আমাদের এখানে একটা বড়োসড়ো রেল স্টেশন, একটা ছোট্ট পোস্ট অফিস আছে। আর আছে দুটো 'সাধারণ বিপণী', যাতে সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায়। এরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। সমর্থ পুরুষেরা কেউই প্রায় এ গ্রামে থাকতে চায় না। কিন্তু আমাদের এখানে প্রচুর অবিবাহিতা ভদ্রমহিলা আর অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি অফিসারদের দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের নেশা এবং অবসর বিনোদনের উপায়কে একটা শব্দেই বলে দেওয়া যায়, 'গুজব'। পরনিন্দা পরচর্চার চেয়ে জনপ্রিয় আর কিছুই নেই এখানে। বলার মতো গুরুত্বপূর্ণ দুটো বাড়িই আছে কিংস অ্যাবটে। একটা হল কিংস প্যাডক। এটা মিসেস ফেরার্সকে মারা যাওয়ার সময় তাঁর স্বামী উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়ে গিয়েছিলেন। আরেকটা ফার্নলি পার্ক। রজার অ্যাকরয়েড যার মালিক। আমার মতে যে কোনো জমিদারের চেয়েও এই ভদ্রলোক অনেক বেশি জমিদারি মেজাজের অধিকারী। ওঁকে দেখে আমার পুরোনো দিনের 'মিউজিক্যাল কমেডি'তে গ্রাম্য পরিবেশের যে সব লাল মুখের ভূস্বামীদের দেখতে পাওয়া যেত, তাদের কথা মনে পড়ে যায়। তারা সাধারণত লন্ডনে গিয়ে সুখে থাকার গান গাইত।

বর্তমানের গীতিনাট্যগুলোয় এদের চল আর নেই।

অবশ্যই অ্যাকরয়েড কোনো জমিদার নন। তিনি প্রবলভাবে সফল (আমার মতে) একজন মালগাড়ির চাকা নির্মাতা। বছর পঞ্চাশেক বয়সের, আরক্তিম মুখের এক অমায়িক ভদ্রলোক। স্থানীয় যাজকের ডান হাত, গির্জার তহবিলে প্রচুর দান

লেখক পরিচিতি

গোয়েন্দা ও রহস্য গল্পের সম্রাজ্ঞী হিসেবে সারা বিশ্বের পাঠককুল যাঁকে এক কথায় সম্মান জানান তিনি হলেন **ডেম আগাথা মেরি ক্লারিসা ক্রিস্টি** (১৮৯০-১৯৭৬)। সারা জীবনে লিখেছেন ছেষট্টিটি রহস্য উপন্যাস এবং চোদ্দোটি ছোটগল্পের সংকলন, এ ছাড়া নাটক, কবিতা এমনকী ছদ্মনামেও বেশ কিছু জনপ্রিয় লেখা। দুটি অমর গোয়েন্দা চরিত্র এরকুল পোয়ারো এবং মিস মার্পল তাঁরই সৃষ্টি। প্রথম উপন্যাস 'দ্য মিস্টিরিয়াস অ্যাফেয়ার অ্যাট স্টাইলস' প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। 'মার্ডার অন দি ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস', 'দি এ বি সি মার্ডারস', 'অ্যান্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান'-এর মতো বহু দুনিয়া কাঁপানো রহস্য উপন্যাস লেখেন। 'দ্য মার্ডার অব রজার অ্যাক্রয়েড' ২০১৩ সালে ক্রাইম রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশানের বিচারে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রহস্য উপন্যাসের সম্মান লাভ করে। তাঁর লেখা নাটক 'মাউস ট্র্যাপ' ১৯৫২ থেকে ২০২০ অবধি লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ডে অভিনীত হয়ে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তুলেছে।

সায়ক দত্ত চৌধুরীর জন্ম ১৯৬৮ সালে। পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র ও শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার অদম্য নেশা। তবে বেশি পছন্দ কল্পবিজ্ঞান ও রহস্য গল্প। বর্তমানে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছবি তোলা, সিনেমা দেখা এবং বেড়ানো। ইতিমধ্যে নানা পত্রপত্রিকায় বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম দুটি বই 'দ্য মিস্টিরিয়াস অ্যাফেয়ার অ্যাট স্টাইলস' এবং 'মার্ডার অন দ্য লিঙ্কস'। এটি তাঁর তৃতীয় অনূদিত বই।